ফুলশয্যার রাত

ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

পাবলিকেশন্স
প্রিমিয়াম
বাবুগঞ্জ বরিশাল

প্রকাশক
জিয়াউল হাসান নিয়াজ

প্রচ্ছদ
রুদ্র কায়সার

প্রকাশনী
প্রিমিয়াম পাবলিকেশন্স

বইমেলা পরিবেশক
নয়া উদ্যোগ

Fulshozzar Rat by Falguni Mukhopadhai
Published by premium publication
Khanpura , babugonj , Barisal .
Email: premiumpublications4@gmail.com

এক

বাবা আমার পশ্চিমের একটা কারখানার বড় চাকুরে। মা–বাবা ছাড়া এক দাদা আর এক দিদি আছে আমার দাদা কলকাতায় পড়ে আর দিদি পড়ে এইখানেই বালিকা বিদ্যালয়ে। আমার বয়স ঠিক জানি না সাত–না হয় আট হবে, দিদির সতেরো।

সতেরো বছর বয়স হলে কী হবে, দিদি দেখতে বেশ বড়–সড়টি; মা বলে,–অমন দজ্জালপনা করিসনে আর ডাগর হয়েছিস, বুঝলি!

বাবা বলেন,–ঐটুকু মেয়েকে অমন করে ধকিও না তুমি; ডাগর কোথায় হলো!

দিদি বলে, দেখো না বাবা, মা আমাকে বলে বুড়ি কুমড়ি–হ্যাঁ বাবা, কুমড়ি মানে কী?

মানেটা আমিও জানি না, তাই বাবার মুখের পানে চেয়ে থাকি। বাবা কিন্তু কুমড়ি মানে বলে দেন না, বলেন,– শুনিস্ কেন, ওসব! যা, খেলা করগে!

দিদি আমার হাত ধরে বলে,–আয় রে খোকন, মা বকলো তো বয়েই গেল!

কিন্তু আমি যাই না; মা যখন দিদিকে 'কুমড়ি' বলেছে তখন দিদি নিশ্চয়ই কুমড়ি। কারণ, কে জানে কেমন করে আমার ধারণা হয়েছিল, মা'র কথা কখনো মিথ্যে হতে পারে না–হওয়া উচিৎ নয়। দিদিটা নিশ্চয় কুমড়ি; কুমড়ির সঙ্গে খেলা করা ঠিক কি না, মা'কে শুষোতে হবে। বললাম, যাব মা খেলতে?

–না– ঐ আঠারো বছরী কুমড়ির সঙ্গে খেলতে যেতে হবে না–বাপের আদরে মাটিতে পা পড়ে না ছুড়ির।

অতএব আমি গেলাম না, মা'র কাছটিতে বসে রইলাম। দিদি কিছুই গেরাহ্যি করল না–ওর সই চিত্রার সঙ্গে চলে গেল। আমারও যাবার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু মা যে বারণ করল– যাই কী করে!

কিন্তু না যেয়ে আমি ভালোই করেছিলাম–দেখলাম, দুজন লোক,–বেশ ভদ্দর লোক, এলেন; বাবা বৈঠকখানায় বসালেন খুব আদর করে। লোকদুটি বেশ–একটি বাবার বয়সী, আর একটি আরেকটু বুড়ো–কিন্তু রং ফর্সা–বেশ ডাগর ডাগর চোখ–কাঁচাপাকা দাড়ি–চোখে চশমা। মা ঘরের মধ্যে অনেকটা ঘোমটা দিয়ে নন্দমাসীকে বললেন,– খোকাকে চট করে ভালো পোশাক পরিয়ে দাও–আর ঐ ভুঁড়ি যেন খিড়কী দিয়ে ঘরে ঢোকে বলে দিয়ে এসো তো ভাই নন্দদি!

নন্দমাসী আমাদের গাঁয়ের বামুনদের মেয়ে আমাদের বাড়িতে মা'র কাজে সাহায্য করে বিধবা মানুষ, কোনো ঝামেলা নাই। ভারি সুন্দর রান্না করে নন্দমাসী আর আমাকে যা ভালো ভালো খাবারগুলো দেয়–কী বলব শুনলে যে-কোনো ছেলের জিভে জল ঝরবে। কুলের আচার, পেয়ারার জেলী আর আমের মোরব্বা তো মশাই সবাই খেয়েছে–জিনিসও খুব ভালো, কিন্তু, নন্দমাসী তৈরি করে গোল আলুর গুড়পিঠে, রাঙা আলুর রসগোল্লা, পরমাল–শাল চালের পরমান্না, তেঁতুলবীচির টক্–পায়েস–আঃ, জিভে জল না এসে পারছে না আমার–নন্দমাসীর হাতের ভিজেগজা খেলে তুমি যে বয়সে খাবে, সেই বয়সেই থাকবে–বুঝলে?

সম্পর্কে কেউ না হলেও নন্দমাসী আমাদের বাড়িরই একজন। মাঝে মাঝে মাইনে নিলে কী হবে–মা তাকে সমীহ করে 'দিদি' না হয় 'ভাই' না হয় 'খোকার মাসী' বলে ডাকেন। নন্দমাসী মা'কে দু'একটা ধমকও দেয় মাঝে মাঝে মা হেসেই সহ্য করে। বলে,–আচ্ছা দিদি, এবার শিখব।

–শিখবে আর কতকাল ধরে? বড়ো হতে চললে যে– বলে নন্দমাসী।

মা আর কিছু বলে না; নন্দমাসী খুব খুশি হয়, বুঝতে পারি। তা যা–ই বলো বাপু, নন্দমাসী লোক খুব ভালো। আমাকে তো ভালোবাসেই, ঘরের সবাইকে ভালোবাসে। একটা মাত্র বদঅভ্যাস নন্দমাসীর আছে দিনেরবেলা পুঁথি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাওয়া। বেশ সুর করে মা যখন পড়ছে–

"শূর্পনখা আসি বলে, শুনহ লক্ষ্মণ
তোমারে করিনু প্রাণ–মন সমর্পণ।"

–শুনছ দিদি?

আর দিদি। আমার নন্দমাসী তখন ঘুমের দেশে পৌঁছে গেছে–নাক ডাকছে নন্দমাসীর। মা একটু হেসে আবার পড়ে চুপেচুপে; আমি বলি,–আমি শুনছি মা–জোরে পড়! মা পড়তে থাকে–

"লক্ষ্মণ এড়িল বাণ নাম খরশান
কাটিয়া পড়িল শূর্পনখার নাক–কান।"

উঃ কী মজাই যে লাগে আমার। আহা! শূর্পনখার নাক–কান কেটে নিল লক্ষ্মণ, আঃ আমি যদি লক্ষ্মণ হতাম! হতাম্ কেন হব, উৎসাহে জ্বলজ্বল করে ওঠে চোখ দুটো, তারপর শুনতে থাকি শূর্পনখা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেল, তারপর তার দু'ভাই এলো যুদ্ধ করতে–ওরে বাপ রে! কী ভীষণ যুদ্ধই না হলো–লক্ষ্মণ সবকটাকে সাবাড় করে দিল। বারে বারে বাঃ আমার একটা ধনুকবাণ চাই–ই চাই!

বাঁশের একটা বাখারিতে দড়ি বেঁধে নন্দমাসী আমার ধনু তৈরি করে দিল, গোটা চার পাঁচ শরকাটিতে দিদির মাথার বেলকাঁটা ফুঁড়ে বাণও দিল তৈরি করে। আমাদের বাংলো

বাড়ির অল্প দূরেই নিচুমতো একটা মাঠ–তার উপরে পিঠুলী ফুলের গাছ জন্মায়– অজস্র ফুলে ভরে থাকে মাঠখানা– নীল, লাল, সাদা সব ফুল। আমি সেই পিঠুলীর গাছগুলোকে খরদূষণ আর রাক্ষস–সৈন্য কল্পনা করে লক্ষ্মণ হয়ে বাণ ছুড়লাম মার মার মার। পিঠুলীগাছের নরম ডাল দু'একটা ভেঙে পড়ছে–'কাটিয়া পড়িনু হাত' আর ফুল ঘরে পড়লে বলি–'কাটিয়া পড়িনু মাথা'–আঃ নিজেকে লক্ষ্মণের থেকে একরত্তি কম লাগে না। ছুটে যাচ্ছি ঐ পিঠুলী বনের দিকে–হঠাৎ নন্দমাসী ধরে ফেলল– বলল,–

–সাপ থাকে, খবরদার যাবি না।

বারে। আমার যে অগ্নিবাণ আর বায়ুবাণ ওখানে পড়ে আছে।

–মনসাকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি–আয় ঘরে আয়–বলে ধরে নিয়ে যায় মাসী।

মনসা বাড়ির চাকর। আমার অগ্নি আর বায়ুবাণ খুঁজে আনতে গা–ই করে না শয়তানটা। শেষকালে আমাকে কেঁদে ফেলতে হয় বাণদুটোর জন্যে। তখন মাসী বলে, মনসা। কতবার করে বলছি, যা হারামজাদা, তীর দুটো কুড়িয়ে আন–আন!

মনসার গা ঘামে এতক্ষণে! খুঁজে পেতে নিয়ে আসে আমার বাণ দুটি। মনসা কিন্তু খুব খারাপ লোক নয়। তবে ও দাদার বেশি ভক্ত; দাদাকে কোলে– পিঠে মানুষ করেছে–দাদার কথায় ওঠে বসে; আর মা'কে দেখে ঠাকুরের মতোন।

সেদিন মা'র কথা শুনে নন্দমাসী আমাকে ধরল–নিয়ে গেল কলতলায়! শীতকাল মশাই–বুঝেছ, আমার অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠছে–কিন্তু নন্দমাসী সাবান না বের করে মুখে, হাতে, পায়ে দিল মাখিয়ে, করকরে একখানা শুকনো গামছা দিয়ে মুছিয়ে আমাকে প্যান্ট পরালো, জামা পরালো, মোজা জুতাও দিল পরিয়ে তারপর কাজল দেবে। এবার আমি সইতে পারলাম না–আমি কী মন্তুকাকার মেয়ে খুকু নাকি যে কাজল পরব। হাত–পা ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানালাম–কিন্তু নন্দমাসীর গায়ে আমার থেকে জোর বেশি মশাই, বুঝলে, পারলাম না–দিল কাজল পরিয়ে। তারপর একছুটে বৈঠকখানায়।

ওরে বাবা, ভদ্রলোক দুটির মধ্যে সেই যে ফর্সাটি, চট্ করে ধরে ফেললেন আমার হাতটা–কী নাম তোমার, ও খোকা?–খোকা কীসের জন্য বলে আমায়? বড্ড রাগ হয় আমার। কিন্তু আজ তো কাজল পরিয়ে খোকাই বানিয়েছে–চুপ করে ভাবছিলাম, বাবা বললেন– বলো– নাম বলো!

–গৌতম মুখোপাধ্যায়–বললাম আমি।

–'শ্রী' বললে না যে।–উনি শুধোলেন।

–দাদা বারণ করেছে–বলে দিলাম।

দাদা সত্যি ধারণ করেছে। বলেছে, 'যখন কেউ নাম জিজ্ঞাসা করবে তখন 'শ্রী' বলবি না',–কেন যে বলেছে, কে জানে। কিন্তু দাদা খুব বিদ্বান, কলকাতায়

পড়ে, আর আমার জন্য কত যে ভালো ভালো ছবির বই আনে, বুঝলে,–অমন দাদাকে ভালো না বেসে পারা যায় না–দাদা আমার খুব ভালো। দিদির জন্যেও মেলা বই আনে দাদা আরও সব স্নো, পাউডার, চুলের কত কী তেল, খোপার সরঞ্জাম, শাড়ি, চুড়ি, নখকাটা কল কত কী, জানো দাদা সুটকেস ভর্তি করে নিয়ে আসে দিদির জন্যে। আমাকেও বলে গেছে এবার, রবী ঠাকুরের 'দুই বিঘে জমি' পদ্যটা ভালো করে মুখস্থ বলতে পারলে দাদা আমাকে একটা ভালো উডপেনসিল দেবে, ঐ যে গো–যার রূপোলী মুখটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শীষ বার করতে হয় আর পকেটে ঠিক ফাউনটেনের মতোন রাখা যায়। দাদা ঠিক দেবে আমায়; জানো!

বুড়ো ভদ্রলোকটি আবার বলল, কী বই পড়ো গৌতম?

–ক্লাস ফোরে পড়ি–আর ঘরে পড়ি মা'র কাছে চাণক্য শ্লোক, রামায়ণের গল্প, মনসামঙ্গল, শনির পাঁচালি–এই সব!

শুনে ভদ্রলোক হাঁ করে আমায় দেখছেন। এত এত বই পড়ে এইটুকু ছেলে–অবাক লাগবে না ওঁদের। তাই তো যত নাম–জানা মা'র বইগুলোর নাম দিলুম বলে! কিন্তু ফ্যাসাদ আছে মশাই, বললে কী জানো–বললে, শনির স্তবটা বলো তো খোকা! মনেই পড়ে না ছাই–কিন্তু মা'র দয়া, জানো, চট করে মনে পড়ে গেল–বলে দিলাম, 'নীলাঞ্জনচয় এবং রবিসং মহাগ্রহং'–বুঝলে মশাই, আর বলতে হবে না– উনি বললেন,– বাঃ বেশ তো শিখেছ। কিন্তু আমি কী আর না বলে থাকতে পারি–সবটাই মনে পড়ে গেছে–বললাম,–

'ছায়ায়া গর্ভসম্ভূত; বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরং–'

আড়াল থেকে মা আর নন্দমাসী তারিফ করছে– দেখতে পেলাম। আরেকটি ভদ্রলোক আমার মুখপানে চেয়ে ছিলেন; এতক্ষণে কাছে টেনে বললেন,–ভাইকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে বোনটি কেমন হবে। বলে উনি আমার গলা ধরে আদর করে মাথাটা শুঁকলেন। কিন্তু লোকটি বড্ড ভালো বললেন,–তোমার দিদিকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি!

–ওমা, কেন? নিয়ে যাবেন কী রকম? বারে, আমার দিদিকে....

ওঁরা সবাই হেসে উঠলেন তারপর উনিই বললেন,– নিয়ে তো যেতেই হবে!

রাগ হচ্ছিল আমার, দিদিটা আমাকে ভালোবাসে না, ঝগড়া করে, মারে–তা' হোক, তবু তো আমার দিদি! তাকে নিয়ে গেলে চলবে কেন? সাতটা নয় পাঁচটা নয় একটা মাত্র দিদি আমার–বললাম– না, ছাড়ব কেন?

হো হো করে হেসে উঠল সবাই। ভারি বিরক্ত লাগছে আমার। কিন্তু কী বা করা যায়। চুপটি করেই আমি রইলাম, এমন সময় এলো মন্তুকাকা বাবার অ্যাসিসটেন্ট, অন্য কর্মচারী এই কারখানার। বাংলাদেশে বাড়ি কিন্তু এত ভালো

লোক আর দেখিনি। মন্তকাকী আবার তার থেকেও ভালো। মন্তকাকীর একটা বাচ্চা মেয়ে হয়েছে বছর তিন-চার হলো পিঠুলীর জঙ্গলে হয়েছে বলে আমি তাকে বলি পিঠুলী। ভারি সুন্দর মেয়েটা-ঠিক পিঠুলীর সাদা কুঁড়ির মতোন মন্তকাকী ওকে কাজল পরিয়ে রঙিন ফ্রক পরিয়ে মন্তকাকার কোলে পাঠিয়ে দিয়েছে। মন্তকাকা পিঠুলীকে নামিয়ে আমাকে টেনে নিল-বাবা নিলেন পিঠুলীকে। মন্তকাকা বলল-দিদির বিয়ে দিতে হবে না মূর্খ!

ও, তাই নাকি। দিদির বিয়ে হবে তাই এরা দিদিকে নিয়ে যাবে বলছে। বাহ! আচ্ছা তো মূর্খ আমি! ও! তাই এত হাসছে সব! বাহারে, আমাকে কেউ কিছু বলেনি তো! ভারি কেমন আনন্দ হয়ে গেল আমার। বিয়েটা কার সঙ্গে? এই বুড়ো দুটোর সঙ্গে নিশ্চয় নয়-ভাবছি দাঁড়িয়ে, বাবা বললেন, যাও তো গৌতম, দেখো, জলখাবার আনতে বলো।

ভেতরে এসে দেখি, মন্তকাকী আমার দিদিকে নিয়ে পড়েছে। কনে' সাজাচ্ছে। ঘষামাজার অন্ত নাই। রগড়ে রগড়ে বেচারী দিদির সাদা চামড়া লাল করে দিল। মায়া করছিল আমার-বললাম,-অত কেন রগড়াচ্ছ মন্তকাকী? লাল হয়ে গেল।

-থাম দুষ্টু, তোর বৌকে আরো বেশি করে ঘরে দেব। চামড়া ছড়ে যাবে। আমার মাথায় ভয়ানক একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল, চট্ করে বলে দিলাম,-পারবে না-আমি পিঠুলীকে বিয়ে করব! পারবে চামড়া ছাড়াতে?

হাসির বাণ ডেকে গেল বাড়িতে। লজ্জায় অমি পালিয়ে গেলুম-তা-ও লজ্জাটা যে যেতে চায় ন-বুঝলে বাড়ি আর হয়তো ঢুকতেই পারব না, মনে হচ্ছে। কিন্তু দিদির বিয়ের কথা শুনে আমারও যেন বিয়ের সখ চেপে গিয়েছিল। আর বিয়ে করতে হলে পিঠুলীর থেকে ভালো কনে আর হয় না। ও ভারি লক্ষ্মী কনে'। কাঁদে না, খালি হাসে আর কথা বলে 'আগডুম বাগডুম' আর খেলা করে 'বেঙ্গাচী বেঙ্গাচী' আর মন্তকাকীর মাই খেতে খেতে আমার দিকে এমন চাইতে থাকে, যেন কিছুতেই ভাগ দেবে না আমায়। আমি যেন যাচ্ছি ওর কেড়ে খেতে। মাইদুধ খাবার খোকা নই-আমি এখন বুড়ো ছেলে!

নিজের মনে খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরলাম। কিন্তু দিদিকে নিয়ে বুড়োদুটো কী করে তা-ই দেখবার জন্যে মনটা আমার হাঁকুপাঁকু করছে-তাই ঠিকেদারবাবুর বাগানের বড়ো বড়ো দুটো স্থলপদ্ম তুলে দু'হাতে লুফতে লুফতে বৈঠকখানায় ফিরে এলাম। দিদি ঢুকছে তখন। এসে সেই বুড়ো দুটোকে প্রণাম করে দিদি দাঁড়াল। ওঁরা বলল-বসো মা, বসো।

আমার দিদিকে তখন এমন সুন্দর আর লাজুক দেখাচ্ছিল যে আমি অমন আর কখনো দেখিনি। দিদি বসল। বড়োরা দিদিকে দেখে যে অবাক হয়ে গেছে তা বেশ

বোঝা যাচ্ছে। বলল, তোমার নাম কী মা?

দিদি নাম বলল। আরো দু'একটা কথা ওঁরা শুধালো কী সব দিদি খুব আস্তে নিচু গলায় জবাব দিল। একটা বুড়ো এরপর শুধালো, ঘুমপাড়ানী গান বলতে পারো মা? জানো তো বলো একটি।

আমার অবাক লাগছিল এই রকম কথা শুনে, কিন্তু দিদি বলল,-হুঁ-

'ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যাও,
বাটা ভরা পান দেব, গাল ভরে খেও॥-'

ধেৎ, ও আবার কী শুনব। আমি চলে গেলাম।

দিদির বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে; বাড়িতে মহা উৎসব, মানে, ঘরটায় চুনকাম করা হচ্ছে-বাগানখানা পরিষ্কার, জিনিসপত্র ঘষামাজা, এসব তো হচ্ছেই-আমারও একসেট নতুন জামাকাপড় তৈরি হচ্ছে-বুঝলে, সে জামাকাপড় খুব নাকি ভালো হবে, আমাকে তা-ই পরে দিদির সঙ্গে যেতে হবে তার শ্বশুরবাড়িতে।

খুব খুশি হয়ে উঠছে মনটা-পরশু দিদির বিয়ে। আমারও বিয়েটা যদি এই সঙ্গে হয়ে যেত। বুঝলে মশাই, সত্যি এমনি বিয়ে বিয়ে গা করছিল। যাক্-আমার নাই হলো বিয়ে দিদির তো হচ্ছে। আমার আনন্দই বা কম কী হবে!

রাশি রাশি জিনিসপত্র এসে গেল বাড়িতে আর কুটুম্বসাক্ষেত্। ওরে বাবা আমাদের যে এত কুটুম্ব আছে, কে জানত! কত মামি, মাসি, পিসি, দাদামশাই, দিদিমা, দাদা, বোন ভাইপোর মেলা বসে গেল বাড়িতে বুঝলে মশাই-এত ঝামেলা কিন্তু আমার ভালো লাগছে না। আমি মশাই একলা একলা বেশ থাকি কিন্তু দিদির বিয়ে- লোকজন না এলে মানাবে কেন? মা'র একলহমা সময় নাই-বাবার মাথায় আর কোনো চিন্তা নাই, নন্দমাসীর চারখানা হাত গজালেই ভালো হয় দিদিরও কাজ অনেক তারপর ওর সঙ্গীরাও এসে জুটেছে-হাসিঠাট্টা মশকরার সঙ্গে বিস্তর কাজ করছে তারাও বুঝলে মশাই, আমিই একলা পড়ে গেছি একদম। লোকের মেলা বসে গেছে কিন্তু আমার যেন বড্ড একলা লাগছে। দাদাটা কাল সকালে আসবে। এলে বাঁচি, একটা সঙ্গী পাওয়া যায়।

দিদিকে নিয়ে কী সব করছিল মেয়েরা গায়ে হলুদের তত্ত্ব এলো। কত রকমারি জিনিস যে ওরা পাঠিয়েছে-তার সঙ্গে পুতুল-ওগুলো নিয়ে দিদি ছোট মেয়ের মতো খেলা করবে নাকি? একটা বড়মতো পুতুল-খোকা, গায়ে জামা পরানো-কে যেন দিদির কোলে তুলে দিল-নে-খোকা পাঠিয়েছে একটা।

দিদি কাউকে কিচ্ছুটি বলে না- শুধু বলে, যা-ও। কিন্তু দিদির মুখখানা লাজে আর কী যেন-কীসে এমন সুন্দর হয়ে ওঠে যে, দিদিকে অমন আর আমি কখনো

সুন্দর দেখিনি। সারাদিন গান–গল্প উৎসব চলল–রাতেও চলল কাল সকালে দাদা আসবে, তাই রাতে আমার দু'বার ঘুম ভেঙে গেছে–যেন দাদা এসে ডাকছে, ওঠরে ভাইটি–গৌতম।

হঠাৎ করে দেখি–মা, রাত রয়েছে যে–দাদা আসবে সকাল সাতটার ট্রেনে। আমি যাব স্টেশনে দাদাকে আনতে। মনসার সঙ্গে যাব। কতবার গেছি আমি। তোমরা ভাবছ, দাদা আসবে, তার এত আহ্লাদ কেন? দাদা তো এসে পড়া ধরবে আর বকবে–না মশাই, আমার দাদা পড়া ধরে কিন্তু বকে না। আর কত কী আনে আমার জন্যে–তুমি ভাবতেই পারবে না–আনে বাঁশি, বল, লাটিম,–আরো কতরকম খেলনা – ছবির বই আর চকোলেট তো আনেই। এবার তো বলেইছে যে একটা ক্লিপওয়ালা পেনসিল দেবে। আর আমার দাদা খুব ভালো দাদা–বুঝলে, দাদা এলে দেখাব তোমাদের।

ভোর হয়নি তখনো, আমি উঠে পড়লাম –মুখ ধুয়ে কাপড়–জামা পরছি–বাবা বলছেন,–কোথা যাবি রে?

স্টেশানে, দাদা যে আসবে!

–এখন কোথা? বারোটার ট্রেনে আসবে।

নিদারুণ মন খারাপ হয়ে গেল আমার। জামাখানা টান মেরে ফেলে দিয়ে মা'র কাছে গিয়ে বললাম– তুমি যে বললে সাতটায়।

–কী সাতটায়?–মা বোকার মতো শুধালো।

–দাদা আসবে সাতটায়–বলোনি তুমি কাল?

–আমি জানতুম না বাবা–তোমার দাদা আবার চিঠি লিখেছে বারোটায় আসবে।

রাগটা আমার দাদা উপর গিয়ে পড়ল, তাই বইখানা খুলে পড়তে বসলাম। বারোটায় দাদা আসবে, আমি তো তখন স্কুলে থাকব; দেখাই হবে না আমার সঙ্গে। ভীষণ কষ্ট হতে লাগল। পড়ছি না–বইটা খুলে বসে আছি, এমন সময় মন্তুকাকী এলো পিঠুলীকে কোলে নিয়ে; বলল,–তোমার কনেকে একবার ধরো তো খোকন–নাও।

পিঠুলীকে বসিয়ে দিল আমার পাশে। পিঠুলী খুব হাসছে। সবাই এখন ওকে আমার কানে বলে–মা'ও বলে মাঝে মধ্যে। শুনতে আমার ভালোই লাগে যদিও লজ্জাও করে খুব। পিঠুলীর সামনের চারখানা দাঁতে আঙুল দিতেই ও কামড়ে দিল–উঃ যা, একখান শয়তান কনে' হয়েছে। বই থেকে একটা কুমড়োর ছবি ছিড়ে নিয়ে দিলাম ওর দাঁতে গুঁজে–নে কামড়া! হ্যাঁ–ও ঠিক কামড়াতে লাগল–ছবির কুমড়ো আর সত্যিকার কুমড়োতে তফাৎ ও এখনো শেখেনি–বোকা মেয়ে!

বড্ড মায়া করছিল আমার ছবিটা কেড়ে নিয়ে দিলাম একটা লজেন্স–আহা থাক্–ছবি কেন খাবে আমার কনে'? আমার শিশিভর্তি লজেন্স আছে–দাদা আরো

আনবে। লজেন্স খেতে খেতে পিঠুলী আম্–আম্–মাম্–মাম্ করে কথা বলতে লাগল–ঘরে আর কেউ নাই–ওর গালদুটো এমন চমৎকার দেখাচ্ছিল যে আদর করতে ইচ্ছে করছিল আমর। তা যা–ই বলো মশাই–সুন্দর জিনিস দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে–নয়? তোমাদেরও করে নিশ্চয়। দিলাম ওর গালে টোকা দিয়েও হাসল–খুব হাসছে।

ওকে কনে' সাজালে কেমন মানাবে, ভাবছিলাম ঘরের মধ্যে শাঁখ বাজল, উলু দিল সব মেয়েরা কী সব হচ্ছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম দিদির গায়ে হলুদ হচ্ছে। দিদিটাকে এমন সুন্দর মানিয়েছে। টানা–টানা চোখ দুটোতে কাজল পরিয়ে দিয়েছে দিদির চোখ দু'খানা ঠিক প্রদীপের মতো জ্বলছে তারি সুন্দর দেখাচ্ছে দিদিকে–পিঠুলীকে কোলে নিয়ে আমিও ভেতরে গেলাম দিদিকে দেখতে। জঙ্গীপুরের বৌদি অমনি বলে উঠল, ওমা, কনেকে কোলে নিয়েই এলো যে ভাই!

ভয়ানক লজ্জা পেয়ে গেলাম, খুব যেন অন্যায় করে ফেলেছি। টুপ করে নামিয়ে নিলাম পিঠুলীকে! ও যদি একটু কাঁদে তো আমি রক্ষে পাই–মন্তকাকী ওকে কোলে নেয় তাহলে। কিন্তু পিঠুলী তো কাঁদলই না, উপরন্তু নেদিয়ে নেদিয়ে এসে আবার আমাকেই ধরল পাছায়–যাঃ পালা বলছি–ওর দায় পড়েছে শুনতে,– আমার কোমরখানা আঁকড়ে ধরল, যেন ও আমার কত জন্মের বন্ধু কত কালের সখী। মেয়েগুলো সব হাসছে কিন্তু বুঝলে দিদিটা আমায় বাঁচিয়ে দিল, পিঠুলীকে টেনে কোলে নিয়ে বলল,–আয় ছোট বৌদি আমার কোলে আয়।

পিঠুলী ঠোঁট ফুলিয়ে দিচ্ছে–দিদি বলল আবার,–কী হলো লো– হলো কী–বর বকেছে নাকি?

হি হি করে হেসে উঠল পিঠুলী–তার সঙ্গে আরো সবাই। নাঃ–আমার আর থাকা সুবিধে নয় পালিয়ে আসছি, বৌদিদি বলল,–কনেকে নিয়ে যাও তোমার বুঝলে ভাই, নিয়ে যাও। আমি রাগে আর কারো সঙ্গে কথা না বলে চলে এলাম–তারপর ঠাকুরের কাছে ভাত খেয়ে অনেক আগেই স্কুলে চলে গেলাম।

মনটা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। বাড়িতে অত উৎসব–তারপর দাদা আসবে আর আমি কি না স্কুলে। ভারি খারাপ লাগছিল আমার। সেকেন্ড পণ্ডিত মশাই প্রশ্ন করলেন, বাগমন সন্ধি বিচ্ছেদ কর গৌতম। বধূর আগমনে বাগমন হয়, আমি জানি, কিন্তু মন খারাপ কি না, তাই বলে দিলাম–বুদ্ধির গমন–বাগমন। ছেলেগুলো হাসছে। সেকেন্ড পণ্ডিত গেরে বললেন, তোমারও বুদ্ধির গমন ঘটেছে, দাঁড়াও, বেঞ্চির উপর।

দাঁড়িয়ে উঠলাম বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নদীধারের কাশবনের দোল খাওয়া দেখা গেল। পণ্ডিতমশাই ঘন্টা কাবার হলে উঠে যাচ্ছেন– আমি বললাম,– বসতে পারি স্যার?